এ বার চার লেনে সম্প্রসারিত হচ্ছে অসম লিঙ্ক রোডও

তাপস ঘোষ

বলাগড়, ১৬ জুন, ২০১৪, ০০:২৪:০২

কাজ চলছে চার লেনের। বলাগড়ের কাছে তোলা নিজস্ব চিত্র।

দুর্ঘটনা এড়াতে দিল্লি রোডের পরে এ বার চার ‘লেন’-এ সম্প্রসারিত হচ্ছে অসম লিঙ্ক রোডও।

এই রাজ্য সড়কটি হুগলির মগরার নন্দীপুকুর থেকে বলাগড় হয়ে কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট ৪০ কিলোমিটার। রাজ্য পূর্ত (সড়ক) দফতরের অধীনস্থ ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন’-এর তত্ত্বাবধানে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বলাগড় ব্লকে ওই রাস্তার সম্প্রসারণের কাজ চলছে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে গোটা প্রকল্পটির কাজ শেষ করে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ওই দফতর।

পূর্ত (সড়ক) দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা রাজ্যে যে ১০টি রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ তারা হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অসম লিঙ্ক রোডও। এই রাস্তাটি চার লেনে সম্প্রসারণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে রাস্তাটি চওড়া ৩২ ফুট। সম্প্রসারণের পরে তা বেড়ে হবে ৪৮ ফুট। দু’পাশে বাড়ানো হবে আট ফুট করে।

রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য মূল প্রয়োজন জমির। বলাগড়-সহ অনেকটা এলাকা জুড়েই ওই রাস্তার দু’পাশে পূর্ত দফতরের নিজস্ব জমি রয়েছে। ফলে, গোটা রাস্তাটি সম্প্রসারণের জন্য সাধারণ মানুষের থেকে খুব বেশি জমি লাগবে না বলেই মনে করছেন পূর্ত (সড়ক) দফতরের আধিকারিকেরা। ওই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্ত দফতরের

নির্বাহী বাস্তুকার পার্থ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, কাজ চলাকালীন ওই রাস্তায় যানজট যাতে না হয়, সে জন্য সম্প্রসারণের জন্য প্রথমে মাঝামাঝি জায়গায় বলাগড়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ব্লকের ডুমুরদহ থেকে গুপ্তিপাড়া হয়ে কালনার দিকের কাজ চলছে। একই সঙ্গে উল্টো দিকে ডুমুরদহ থেকে মগরার নন্দীপুকুর পর্যন্ত জমি মাপজোকও শুরু হয়েছে।

হুগলি জেলার ব্যস্ত রাস্তাগুলির মধ্যে একটি অসম লিঙ্ক রোড। কালনা, নবদ্বীপ, নদিয়া বা রানাঘাটে দ্রুত যাতায়াতের জন্য বহু গাড়ি-চালকই এখন ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। রাস্তাটি মসৃণ হওয়ায় যানবাহন জোরে চলে। কিন্তু রাস্তাটি ততটা প্রশস্ত না হওয়ায় দুর্ঘটনাও লেগে রয়েছে। সেই দুর্ঘটনা এড়াতেই শুরু হয়েছে রাস্তাটিকে চার লেনে সম্প্রসারিত করার কাজ। জেলা প্রশাসনের আশা, এতে দুর্ঘটনা কমবে।

গোটা রাস্তাটিতে ছোটবড় ১০টি সেতু রয়েছে বিভিন্ন নদীনালার উপরে। তার মধ্যে কুন্তী নদীর উপরে কুন্তীঘাট সেতু এবং বেহুলা নদীর উপরে বেহুলা সেতু বেশ লম্বা। রাস্তা সম্প্রসারণ করা হলে গাড়ির চাপ বাড়বে। ফলে, সেতুগুলিও যে সংস্কারের প্রয়োজন, সে কথা মেনে নিয়েছেন পূর্ত (সড়ক) দফতরের আধিকারিকেরা। পার্থবাবু জানিয়েছেন, সেতুগুলি সংস্কার করা হবে।

বলাগড়ের ন'টি পঞ্চায়েত ছুঁয়ে গিয়েছে ওই রাস্তাটি। রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ হওয়ায় খুশি ওই সব এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, রাস্তা চওড়া হওয়ার পরে এলাকার আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে। সোমড়াবাজারের বাসিন্দা অনিল মাঝি বলেন, "রাস্তা চওড়া হলে পাশে দোকানপাট বাড়বে। দূরপাল্লার গাড়ির লোকজন কেনাকাটা করতে পারবেন।" গুপ্তিপাড়ার তপন ঘোড়ুই অবশ্য কিছুটা সতর্ক। তাঁর কথায়, "রাস্তা চওড়া হচ্ছে। কিন্তু যান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রশাসনকে। না হলে দুর্ঘটনা কমবে না।" অনেক গ্রামবাসী আবার রোগীদের সহজে চুঁচুড়া বা কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে খুশি।